তারিখ 15 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

4

দৈনিক বাংলা

মাধ্যমিকের ফলাফল

রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের মাধ্যমে পাঁচটি বোর্ডের ফল প্রকাশ সম্পন্ন হল। উল্লেখ্য, এ দুটি বোর্ডের ফল প্রকাশের আগে ঢাকা, যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডের মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়। এর ফলে জীবনের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা নিয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উদ্বেগেরও অবসান ঘটল। আমরা সকল কৃতী পরীক্ষার্থীদের স্বাগত জানাই উচ্চতর শিক্ষার অঙ্গনে, জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে। তাদের শিক্ষা-সাধনা আমাদের জাতীয় প্রত্যাশা বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ততর করুক, সার্থক হোক শিক্ষার জাতীয় আয়োজন।

পাঁচ বোর্ডের ফল নিয়ে এবার কিছু কথা উঠবেই। পাসের হার এবার আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। যদিও পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও ছিল এবার গত বছরের চেয়ে অনেক অনেক কম। অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে, কম্পিউটার কোড ব্যবহারে পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতা বা কম্পিউটার ব্যবহারে অদক্ষতার ফলে বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর ঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বিষয়গুলো একান্ত পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মত নয়। আমরা তাই মনে করি, এ দিকগুলো তলিয়ে দেখা হবে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে। সামান্য কারণে জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কারও জীবন [illegible]

পাসের হার এবার তিরিশ শতাংশের মত নেমে গেছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে এর চেয়ে একটু বড় আকারে। এর অবশ্য একটা ব্যাখ্যা আছে। প্রশ্নব্যাংক প্রথা উঠিয়ে দেয়ার ফলে পরীক্ষায় বসার আগ্রহ কমেছে। একই কারণে উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষা বৈতরণী পাড়ি দেয়ার হারও কমে গেছে। যদি তাই ঘটে থাকে, এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই। আমরা চাই, যোগ্য প্রার্থীরাই পরীক্ষায় বসবে এবং পাসের সার্টিফিকেট তাদের প্রকৃত মেধার পরিচয়ই বহন করবে।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আর পাসের হার কমে যাওয়া প্রশ্নব্যাংক প্রথার অযোগ্যতাই নতুন করে প্রমাণ করেছে। এই ক্ষতিকর ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভ আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক অগ্রগতি। আমরা আশা করব, আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক আর শিক্ষার্থীরা এই পরিবর্তনের মর্ম অনুধাবন করে নিজ নিজ করণীয় নির্ধারণে মন দেবেন। পঠনপাঠনের কোন বিকল্প নেই। আর এই পঠনপাঠনের মান বাড়ানোয় মন দিলে ফাঁকির পথ খোঁজার প্রয়োজন কারও থাকবে না। তেমনি পাসের হার কমা-বাড়ার ভয়ও রইবে না।

পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে। তবে এ পরীক্ষায় কিছু ইতিবাচক দিকও ধরা পড়েছে। গত বছর প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর যেখানে ছিল আটশ আটানব্বই, এবার তা নশ বিয়াল্লিশে উঠেছে। অর্থাৎ পরীক্ষার উচ্চ সাফল্য আরও বেশী প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরাও একে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে। আশাপ্রদ এ দিকটির প্রতি আমরা সকলের, বিশেষভাবে আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমরা তাদের কাছে উচ্চতর এবং উজ্জ্বলতর সাফল্যেরই প্রত্যাশী।